গঠনতন্ত্র

চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি, ঢাকা

ভূমিকা

ঢাকা মহানগরীর বা ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা বা এলাকাসমূহে কক্সবাজার জেলার সাবেক চকরিয়া উপজেলা তথা বর্তমান চকরিয়া-পেকুয়া উপজেলার অনেক অধিবাসী বসবাস করেন। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন। চকরিয়া-পেকুয়ার বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, এতদঞ্চলের উন্নয়নে অংশীদারীত্ব ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে "চকরিয়া সমিতি, ঢাকা" নামে একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও কল্যাণমুখী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এরই প্রেক্ষাপটে সর্ব জনাব এডভোকেট মোঃ ফখর উদ্দিন, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ "লিবারেটর পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ", ঢাকা এবং জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সিনিয়র অফিসার জনাব মোঃ শাহীন ঢাকায় বসবাসরত চকরিয়া-পেকুয়া উপজেলার জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। এরই ফল স্বরূপ বিগত ১৪.০৫.২০০১ ইং তারিখে ঢাকাস্থ লিবারেটর পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় ঢাকাস্থ চকরিয়া সমিতি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত চকরিয়া বাসী সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মোঃ ফখর উদ্দিনকে আহবায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন নিম্নরূপঃ-

১।	এডভোকেট জনাব মোঃ ফখর উদ্দিন	-	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ শাহীন	-	যুগ্ম আহবায়ক
৩।	জনাব মোঃ তাওহীদুল আনোয়ার	-	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ ফয়সল উদ্দিন সিদ্দিকী	-	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ জাফর আলম	-	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন	-	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	-	সদস্য
৮।	জনাবা এডভোকেট হাফসা হাবিব	-	সদস্য
৯।	জনাবা মেরিনা জান্নাত	-	সদস্য
১০।	জনাব পারভেজ উদ্দিন সিদ্দিকী	-	সদস্য
১১।	জনাব সাহাবুদ্দিন টিংকু	-	সদস্য

উক্ত সভায় চকরিয়া সমিতির খসড়া গঠনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য সমিতির আহবায়ক জনাব এডভোকেট মোঃ ফখর উদ্দিন এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ।

পরবর্তীতে ঢাকার স্থানীয় সরকারী কামরুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে বিগত ২৯-০৯-২০০১ইং তারিখে প্রফেসর জনাব মুহম্মদ শফিউল আলম-এর সভাপতিত্বে চকরিয়া সমিতি, ঢাকার এক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত চকরিয়াবাসী সমীপে জনাব মোঃ ফখর উদ্দিন তাদের উদ্যোগ এবং চকরিয়া সমিতি গঠনের একটি সমন্বিত প্রয়াসের বিবরণ তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে তিনি একটি সংগঠনের অবকাঠামো এবং তা সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য একটি খসড়া সংবিধান উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত চকরিয়াবাসী কতিপয় সংশোধনী সাপেক্ষে খসড়া সংবিধানটি অনুমোদন করেন। উক্ত সভায় সর্বজনাব মোঃ ওয়াহিদুল আলম, মোঃ ফখর উদ্দিন এবং জালাল উদ্দিন মোঃ শোয়েব সমন্বয়ে গঠিত একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির উপর সংবিধানটির পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। বর্তমান সংবিধানটি প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধানের মৌলিক অংশ অবিকৃত রেখে সাধারন সভায় অনুমোদিত সংশোধনী সংযোজন করে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ। এই সমিতির সূচনালগ্নে এর নামকরণ করা হয়েছিল "চকরিয়া সমিতি, ঢাকা"। পরবর্তীতে চকরিয়া উপজেলাকে বিভক্ত করে “পেকুয়া” নামে একটি নতুন উপজেলা গঠন করায় অত্র সমিতির নামকরণ করা হয় “চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি",ঢাকা ।

প্রস্তাবনা

ঢাকায় বসবাসকারী চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলাবাসী নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমুলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে “চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি, ঢাকা” নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সমিতির সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও বিকাশ সাধনের জন্য যুগোপযোগী গঠনতন্ত্র প্রয়োজন। তারই প্রেক্ষাপটে "চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি, ঢাকা” এর গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ ভাবে প্রনীত হল।

ধারা-১ নামকরণ:

চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার আওতাভুক্ত যে সমস্ত নারী পুরুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঢাকা মহানগরীতে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাদের সমন্বয়ে গঠিত সমিতি "চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি, ঢাকা” নামে অভিহিত হবে। এই সমিতি একটি অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক জনকল্যানমুখী এবং সামাজিক সেবাধর্মী সমিতি। এই সমিতির অনুরূপ উদ্দেশ্য সংবলিত চকরিয়া পেকুয়া সংশ্লিষ্ট কোন নাম ব্যবহার করে কেউ কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করলে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা ও বাধা দেয়ার অধিকার এ সমিতির থাকবে।

ধারা-২ মনোগ্রাম:

এই সমিতির একটি মনোগ্রাম থাকবে। উক্ত মনোগ্রাম বৃত্তাকৃতির হবে। বৃত্তের ভিতরে পাহাড়, সাগর ও সূর্যের প্রতিকৃতি থাকবে। চকরিয়া-পেকুয়া সমিতির প্রত্যেক সদস্য এ মনোগ্রাম সম্বলিত Logo ব্যবহার করতে পারবেন।

ধারা-৩ সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গে পরিপন্থি কিছু না হলে এ গঠনতন্ত্রে -

৩.১। সমিতি বলতে "চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি, ঢাকা" বুঝাবে।

৩.২। "চকরিয়া-পেকুয়াবাসী" বলতে চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার আওতাভুক্ত ঢাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের বুঝাবে।

৩.৩। 'গঠনতন্ত্র' বলতে "চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি, ঢাকা" এর গঠনতন্ত্র বুঝাবে।

৩.৪। 'ধারা' বলতে এই গঠনতন্ত্রের ধারা কিংবা উপ-ধারাসমূহকে বুঝাবে।

৩.৫। সদস্য' বলতে এ সমিতির জীবন সদস্য বুঝাবে। ।

৩.৬। বৎসর' বলতে ইংরেজী সনের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর বুঝাবে।

৩.৭। "ঢাকা মহানগরী" বলতে ঢাকা সিটি করপোরেশনের সকল ওয়ার্ড ও আশেপাশের এলাকাসহ বৃহত্তর ঢাকাকে বুঝাবে ।

৩.৮। সাধারণ পরিষদ' বলতে এ সমিতির সাধারণ পরিষদ বুঝাবে।

৩.৯। নির্বাহী পরিষদ' বলতে এ সমিতির নির্বাহী পরিষদ বুঝাবে।

৩.১০। উপদেষ্টা পরিষদ বলতে এ সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ বুঝাবে।

ধারা-৪ সমিতির কর্মক্ষেত্র:

এই সমিতির কর্মক্ষেত্র ঢাকা কেন্দ্রিক হবে, তবে প্রয়োজনে এ সমিতির সেবামূলক কর্মপরিধি চকরিয়া-পেকুয়া সহ বাংলাদেশ কিংবা বিশ্বের যে কোন স্থানে বিস্তৃত হতে পারে ।

ধারা-৫ সমিতির কার্যালয়:

এই সমিতির একটি স্থায়ী কার্যালয় থাকবে, তবে স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমিতির নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন স্থানে সমিতির অস্থায়ী কার্যালয় করা যাবে।

ধারা-৬ সমিতির শাখা:

অত্র সমিতির কোথাও কোন শাখা থাকবেনা ।

ধারা-৭ সমিতির আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

অত্র সমিতির আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হবে ঃ

৭.১। ঢাকায় বসবাসরত চকরিয়া ও পেকুয়াবাসীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও পরিচিতি গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ।

৭.২। ঢাকায় অবস্থিত অনুরূপ সমিতি বা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

৭.৩। ঢাকায় বসবাসরত বিপদগ্রস্ত চকরিয়া-পেকুয়াবাসীদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৭.৪। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অধ্যয়নরত চকরিয়া ও পেকুয়ার মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করা।

৭.৫. উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যেসকল শিক্ষার্থী চকরিয়া ও পেকুয়া থেকে ঢাকায় আসবে, প্রয়োজনে তাদের ভর্তি এবং থাকা খাওয়ার ব্যপারে সহায়তা প্রদান করা।

৭.৬। চকরিয়া-পেকুয়ার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যথাযত কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট দাবীদাওয়া তুলে ধরা এবং দাবী বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করা।

৭.৭। চকরিয়া-পেকুয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ প্রেক্ষিতে সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

৭.৮। চকরিয়া-পেকুয়ার কোন ব্যক্তি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পে, খেলা-ধূলা, সমাজ কল্যাণ কিংবা পেশাগত ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলে, প্রয়োজনে ঐ ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৭.৯। চকরিয়া-পেকুয়ার কোন ব্যক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যাংকিং, সাংবাদিকতা, আইন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলা-ধূলা, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলে তাকে তার জীবদ্দশায় কিংবা মরনোত্তর " চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি সন্মাননা পদক" এবং প্রয়োজনে এককালীন আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা।

৭.১০। চকরিয়া-পেকুয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা প্রদান করা এবং চকরিয়া-পেকুয়ার স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলি উদযাপন করা।

৭.১১। সমিতির পক্ষে সম্পত্তি অর্জন, রক্ষনাবেক্ষন ও তদারক করা।

৭.১২। সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত ন্যায়সংগত ও বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য, চাঁদা, দান ইত্যাদি এর মাধ্যমে সমিতির তহবিল সৃষ্টি করা।

৭.১৩। "চকরিয়া-পেকুয়া সমিতি", ঢাকা এর বার্ষিক ম্যাগাজিন "মাতামূহুরি" প্রকাশ করা।

৭.১৪। চকরিয়া-পেকুয়াবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে চকরিয়া- পেকুয়া উৎসব (চকরিয়া-পেকুয়াবাসীদের মিলন মেলা) উৎযাপন করা।

ধারা-৮, সদস্য পদ:

৮.১। সমিতির সদস্য পদের যোগ্যতা:

ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত চকরিয়া পেকুয়া উপজেলার সর্বনিম্ন ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন সুস্থ মানসিকতার অধিকারী এমন নারী/ পুরুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমিতির আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা এবং গঠনতন্ত্রের সাথে একমত পোষণ করে সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন। সদস্য হওয়ার উপযুক্ত যে কোন চকরিয়া পেকুয়াবাসী নারী বা পুরুষ যদি অন্য কোন থানা বা জেলা কিংবা দেশের অধীবাসীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হন সেক্ষেত্রে তাদের স্বামী বা স্ত্রী এ সমিতির সদস্য পদ গ্রহন করতে পারবেন এবং ভোটে/নির্বাচনে অংশগ্রহণ ব্যতীত সকল প্রকার কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন। কোন নিয়মিত ছাত্র- ছাত্রী সমিতির সদস্য হতে পারবেন না তবে তারা সমিতির মিলন মেলা কিংবা অনুরূপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রনপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে অংশ গ্রহন করতে পারবেন।

৮.২। সদস্য পদের শ্রেনী:

চকরিয়া-পেকুয়া সমিতিতে নিম্নোক্ত তিন ধরনের সদস্যপদ থাকবে।

(ক) জীবন সদস্য।

(খ) সম্মানিত জীবন সদস্য।

(গ) পৃষ্ঠপোষক সদস্য।

ক) জীবন সদস্য: সমিতির আওতাধীন চকরিয়া-পেকুয়া বাসী গঠনতন্ত্রের ৮.১ ধারায় উল্লেখিত শর্তানুযায়ী যে কোন নারী- পুরুষ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা এককালীন প্রদান করে জীবন সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

খ) সম্মানিত জীবন সদস্যঃ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নির্বাহী পরিষদের প্রস্তাব ক্রমে চকরিয়া-পেকুয়ার যে কোন সম্মনিত ব্যক্তিকে তার অনুমতি সাপেক্ষে সমিতির সম্মানিত জীবন সদস্য পদ প্রদান করতে পারবেন।

গ) পৃষ্ঠপোষক সদস্যঃ চকরিয়া-পেকুয়ার যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নূন্যতম ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এককালীন অনুদানের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে স্থায়ী ভাবে সমতির পৃষ্ঠপোষক সদস্য করা যাবে।

উপরোক্ত সকল প্রকার সদস্যপদ লাভের জন্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-৯ সদস্য পদ গ্রহনের নিয়মাবলিঃ-

সদস্য পদ গ্রহণের জন্য সমিতির নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের/জন্মনিবন্ধন এর কপি সংযুক্ত করতে হবে। নির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে আবেদনকারীকে সমিতির সদস্য পদ প্রদান করা হবে।

ধারা-১০ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারনে সদস্য পদ বাতিল হবেঃ

(ক) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক বরাবর সদস্যপদ বাতিলের জন্য আবেদন করলে এবং তা যথাযথভাবে গৃহীত হলে;

(খ) মিথ্যা তথ্য দিয়ে সদস্য হলে;

(গ) সমিতির গঠনতন্ত্র বিরোধী কিংবা সমিতির সুনাম বা স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে।

(ঘ) সমিতির সদস্য পদ বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

সমিতির সদস্য পদ বাতিলের ব্যাপারে নির্বাহী পরিষদ এর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গন্য হবে।

ধারা-১১ সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

চকরিয়া- পেকুয়া সমিতির সকল সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হবেঃ

১১.১। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব কোন সদস্যের উপর অর্পিত হলে তা পালন করা;

১১.২। সমিতির প্রচার, প্রসার ও নতুন সদস্য সংগ্রহে নির্বাহী পরিষদকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

১১.৩। সাধারণ সভায়, বিশেষ সাধারণ সভায় নিয়মিত যোগদান করে সুষ্ঠু ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

ধারা-১২ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

চকরিয়া-পেকুয়া সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নোক্ত তিন স্তর বিশিষ্ট হবেঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ

(খ) নির্বাহী পরিষদ

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ

ধারা-১৩ সাধারণ পরিষদের গঠনঃ

সমিতির সকল সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা-১৪ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিঃ

সাধারণ পরিষদ সমিতির সর্বোচ্চ পরিষদ। সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ হবেঃ

১৪.১। সমিতির নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে গঠনন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করা ।

১৪.২। গঠণতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাহী পরিষদ গঠন করা।

১৪.৩। সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়- ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ইত্যাদি বিবেচনা ও অনুমোদন করা এবং সমিতির ভবিষ্যত কর্মপন্থার জন্য সুপারিশ করা।

১৪.৪। সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও হস্তান্তরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ধারাঃ -১৫ নির্বাহী পরিষদের গঠনঃ

সমিতির সাধারন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদের মেয়াদ হবে ২ (দুই) বৎসর। নির্বাহী পরিষদের পদসমূহ নিম্নরূপ হবে-

১।	সভাপতি	১ জন
২।	সহ-সভাপতি	৫ জন
৩।	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪।	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ জন
৫।	অর্থ সম্পাদক	১ জন
৬।	সহ-অর্থ সম্পাদক	১ জন
৭।	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৮।	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৯।	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১০।	প্রচার সম্পাদক	১ জন
১১।	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১২।	সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৩।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৪।	সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫।	মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৬।	আইন ও লিগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭।	ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮।	স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৯।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন
২০।	শিক্ষার্থী বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২১।	সদস্য	৬ জন
		মোট- ৩১ জন

ধারা-১৬ নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

সমিতির নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে ঃ-

১৬.১। নির্বাহী পরিষদ সমিতির সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে।

১৬.২।এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের সভায় সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়-ব্যয় এর হিসাব পেশ করবে। নির্বাহী পরিষদ সমিতির প্রয়োজনে বেতনভোগী কর্মকর্তা- কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন।

১৬.৩।সমিতির প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি নয় এরূপ বিধিমালা সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে প্রণয়ন করতে পারবেন।

১৬.৪। সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি নয় এমন ধরণের যেকোন কাজ সমিতির স্বার্থে নির্বাহী পরিষদ করতে পারবে।

১৬.৫।নির্বাহী পরিষদের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত পরিষদের কোন কর্মকর্তা কিংবা সদস্যের পদ শূন্য হলে উক্ত পদে নির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা। তবে এধরনের কো-অপ্টকৃত সদস্য ভুক্তি সাধারন পরিষদের পরবর্তী সভার মাধ্যমে অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-১৭ নির্বাহী পরিষদের সভা/কোরাম ইত্যাদিঃ

১৭.১। প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্তত তিন দিনের নোটিশে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করবেন। তবে জরুরী প্রয়োজনে সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদকের ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

১৭.২। নির্বাহী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভায় কোরাম হবে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অত্র সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি নয় এমন যে কোন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

১৭.৩। সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদককে অবহিত না করে নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী পরিষদ উক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তবে বাতিলের পূর্বে উক্ত সদস্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হবে।

ধারা-১৮ নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ

সমিতির নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হবেঃ-

১৮.১ সভাপতিঃ

(ক) সভাপতি সমিতির সাংবিধানিক প্রধান।

(খ) তিনি সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সমিতির সভা পরিচালনা এবং সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর দান করবেন। সভায় উপস্থিত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবের উপর গৃহীত ভোটে সমতা দেখা দিলে সভাপতি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(গ) সভাপতি প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দান করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক তার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করছেন কি না তা তদারকি করবেন।

(ঘ) তিনি প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদের কোন জরুরী সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ করতে পারবেন। কোন কারণে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করতে অপারগ হলে সভাপতি নিজেই উক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন ।

(ঙ) তিনি সাধারণ সম্পাদক এর সাথে ও অর্থ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং সমিতির তহবিলের সঠিক ও যথাযথ ব্যয়ের প্রতি যত্নবান হবেন।

(চ) গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা সম্পর্কে মতবিরোধ বা বিতর্ক দেখা দিলে কিংবা অন্য কোন বিষয়ে গঠনতন্ত্রের বিধান অপর্যাপ্ত হলে আশু সমাধানের জন্য সভাপতি বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদের নিকট পেশ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদের ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে ।

১৮.২ সহ-সভাপতিঃ

সহ-সভাপতিগণ সভাপতিকে সমিতির কার্যপরিচালনায় সার্বিক সাহায্য ও সহযোগীতা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতি কিংবা অপারগতায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য নির্বাহী পরিষদ জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতির মধ্য হতে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিযুক্ত করতে পারবেন। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৩ সাধারণ সম্পাদকঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রধান নির্বাহী।

(খ) তিনি প্রত্যেক বিভাগীয় সম্পাদকের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও সমন্বয় সাধন করবেন। অন্যান্য সম্পাদকগণ তাঁর পরামর্শক্রমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) তিনি সভাপতির অনুমোদন ক্রমে বিভিন্ন সভার নোটিশ প্রদান করবেন এবং সভার সকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ব্যবস্থা করবেন। জরুরী প্রয়োজনে তিনি একক স্বাক্ষরে নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(ঘ) তিনি নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণ, সমিতির রেকর্ডপত্র, দলিলাদি ও সকল সম্পদ (স্থাবর ও অস্থাবর) রক্ষণাবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন।

(ঙ) তিনি নিজ দায়িত্বে সমিতির প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পূর্ব নির্ধারিত পরিমান অর্থ ব্যয় করতে পারবেন।

(চ) তিনি সদস্যবৃন্দের অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতি নজর রাখবেন এবং তা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

(ছ) তিনি সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সমিতির কার্যক্রম ও আয়-ব্যায়ের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় তা পেশ করবেন।

(জ) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করবেন।

(ঝ) তিনি সভাপতি, অর্থ সম্পাদকের সাথে যৌথ ভাবে চেকে স্বাক্ষর করবেন ।

১৮.৪ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদককে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক তাঁর উপর যে দায়িত্ব অর্পন করবেন তিনি তা পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতি কিংবা তার অপারগতায় নির্বাহী পরিষদ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদককে এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতি কিংবা অপারগতায় যে কোন সম্পাদক কে বা নির্বাহী পরিষদ এর যে কোন সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করতে পারবেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ঐ পরিস্থিতিতে পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৮.৫ অর্থ সম্পাদকঃ

(ক) অর্থ সম্পাদক সমিতির তহবিল ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করবের এবং উক্ত কাজেন জন্য তিনি নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

(খ) তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষর করতে করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে ক্যাশ বইয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(গ) তিনি সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব করে সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। সমিতির পক্ষে সংগৃহীত অর্থ সমিতির ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখবেন ।

(ঘ) তিনি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট হতে অর্থ উঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) তিনি সমিতির তাৎক্ষণিক জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত টাকা নিজের দায়িত্বে নগদ রাখতে পারবেন। প্রত্যেক মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরবর্তী অনুষ্ঠিতব্য নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(চ) তিনি নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করানোর ব্যবস্থা নেবেন।

(ছ) তিনি সমিতির বাজেট প্রনয়ন করবেন এবং নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিয়ে সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সাধারন সভায় তা উপস্থাপন করবেন।

১৮.৬ সহ-অর্থ সম্পাদকঃ

সহ-অর্থ সম্পাদক অর্থ সম্পাদক এর সাথে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং অর্থ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৭ সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

(ক) সংগঠনের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক সকল প্রকার সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

(খ) সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি ও শান্তি শৃংখলা রক্ষায় কাজ করবেন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের সাথে সদস্যদের ঠিকানা হালনাগাদকরণ এর জন্য যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৮ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক এর সাথে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৮.৯ দপ্তর সম্পাদকঃ

(ক) তিনি সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র, সীলমোহর, আসবাবপত্র ও দপ্তরের উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষন করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

(খ) তিনি সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত ও হাল নাগাদ রাখা, সদস্যদের ঠিকানা নিয়মিত সংশোধনী, প্রাপ্ত চিঠিপত্রের জবাব প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণ করবেন এবং তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রুক্তি বিষয়ক সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে সদস্যদের ঠিকানা হালনাগাদকরণ, ওয়েবসাইট হালনাগাকরন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৮.১০ প্রচার সম্পাদকঃ

প্রচার সম্পাদক সমিতির প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব যথা- সমিতির যাবতীয় সভার বিজ্ঞপ্তি সদস্যদেরকে অবগত করন, সমিতির প্রেস বিজ্ঞপ্তি, শোকবার্তা, অভিনন্দন বার্তা ইত্যাদি প্রস্তুত ও প্রচারের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন।

১৮.১১ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ঃ

(ক) সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক চকরিয়া-পেকুয়া সমিতির ম্যাগাজিন "মাতামূহুরী" নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা নেবেন এবং অনুরূপ কাজের জন্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে একটি সম্পাদনা কমিটি গঠন করবেন এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

(খ) তিনি নিয়মিত ভাবে সাহিত্য সভা, স্মরণ সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে যাবতীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮.১২ সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ঃ

তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এর সাথে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন ।

১৮.১৩ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদকঃ

ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক চকরিয়া-পেকুয়াবাসীদের মধ্যে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন এবং চকরিয়া-পেকুয়াবাসীদের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরুষ্কার ও সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাহী পরিষদকে সুপারিশ করিবেন ।

১৮.১৪ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকঃ

স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক চকরিয়া পেকুয়ার গরীব ও অসহায় রোগীদের সাহায্যার্থে ঢাকায় বসবাসকারী চকরিয়া- পেকুয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সহায়তায় বিনামূল্যে/সল্প মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাহী পরিষদে প্রস্তাব দিবেন। চিকিৎসাদির ব্যাপারে সাহায্য

করার জন্য চকরিয়া-পেকুয়ার সেবা মনোভাপন্ন চিকিৎসকদের তালিকা প্রস্তুত করতঃ সমিতি ভবনে বা কোন সুবিধাজনক স্থানে ফ্রি ক্লিনিক বা ক্যাম্প পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা করবেন ।

১৮.১৫ সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদকঃ

সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক, ঢাকায় বসবাসকারী চকরিয়া- পেকুয়ার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রনয়ন করত তাহা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন এবং তাহা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিবেন।

১৮.১৬ আইন ও লিগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদকঃ

আইন ও লিগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদক চকরিয়া পেকুয়ার আইনজীবীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করত নিরীহ ও অসহায় চকরিয়া পেকুয়া বাসীদের ফ্রি আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। আইনগত সহায়তার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য চকরিয়া-পেকুয়ার সেবা মনোভাপন্ন আইনজীবীদের তালিকা সমিতি ভবনে বা কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রচার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন ।

১৮.১৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদকঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক চকরিয়া-পেকুয়ার বেকার নারী-পুরুষ চাকুরী প্রার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঢাকাস্থ চকরিয়া পেকুয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করতঃ নির্বাহী পরিষদের পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে বেকার নারী-পুরুষদের চাকুরী প্রদানের জন্য সুপারিশ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় চকরিয়া-পেকুয়া সমিতির ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন। কম্পিউটারসহ অন্যান্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করে চাকুরী ক্ষেত্রে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৮.১৮ মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদিকাঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদিকা চকরিয়া-পেকুয়ার মহিলাদের সংগঠিত এবং তাদের সাথে কার্যকর যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি শিশুদের প্রতিভা বিকাশে শিশু বিষয়ক বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করবেন।

১৮.১৯ শিক্ষার্থী বিষয়ক সম্পাদকঃ

শিক্ষার্থী বিষয়ক সম্পাদক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অধ্যয়নরত চকরিয়া ও পেকুয়ার আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করত নির্বাহী পরিষদের নিকট সুপারিশক্রমে আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের ব্যাবস্থা করবেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যে সকল শিক্ষার্থী চকরিয়া ও পেকুয়া থেকে ঢাকায় আসবেন নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে তাদের ভর্তি এবং থাকা খাওয়ার ব্যপারে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৮.২০ নির্বাহী সদস্যঃ

নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ সমিতির নির্বাহী পরিষদের সভায় নিয়মিত যোগদান করে প্রস্তাব পেশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবেন। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বিভাগীয় সম্পাদকের কাজের সাথে সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট থাকবেন।সাধারণ/নির্বাহী পরিষদ এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক কোন বিশেষ দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হলে তা যথাযথভাবে পালন করবেন এবং সভায় কোন প্রস্তাব গ্রহন, বর্জন, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সতর্ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। সভাপতি কিংবা সহ- সভাপতির অনুপস্থিতে নির্বাহী পরিষদ এর সভায় সভাপত্বি করবেন।

ধারা-১৯ নির্বাহী পরিষদের প্রার্থীর যোগ্যতা/অযোগ্যতাঃ

অত্র সমিতির নির্বাহী পরিষদের প্রার্থী হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে

১৯.১। সভাপতি পদের জন্য প্রার্থীর সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বৎসর হতে হবে।

১৯.২। সাধারন সম্পাদক পদের জন্য প্রার্থীর সর্বনিম্ন বয়স ২৫ বৎসর হতে হবে।

১৯.৩। নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য পদের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ২১ বৎসর হতে হবে।

১৯.৪। বয়স প্রমাণের জন্য এস.এস.সি. সার্টিফিকেট/জন্মনিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র এর উপর ভিত্তি করা হবে। তবে কোন প্রার্থীর উপরোক্ত শিক্ষাগতযোগ্যতা না থাকলে বয়সের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

১৯.৫।নির্বাহী পরিষদের একাধিক পদের জন্য কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না এবং একই পদের জন্য পর পর দুইবার নির্বাচিত হয়ে তৃতীয় বার প্রার্থী হতে পারবেন না।

১৯.৬। নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার পূর্বে সমিতির সদস্য পদ লাভ না করলে নির্বাহী পরিষদের প্রার্থী হতে পারবেন না।

১৯.৭। বিদায়ী পূর্ববর্তী নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী নির্বাহী পরিষদে পদাধিকারবলে সদস্যপদে মনোনীত হবেন ।

ধারা-২০। সমিতির সভাসমূহ।-সমিতির সভা নিম্নরূপ :-

২০.১। নির্বাহী পরিষদের সভা:

(ক) প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

(খ) নির্বাহী পরিষদের একতৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভায় কোরাম হবে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী নয় এমন যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

(গ) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অবহিত না করে নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী পরিষদে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে । তবে বাতিলের পূর্বে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে ।

২০.২। সাধারণ পরিষদের সভা :

(ক) বছরে অন্তত একবার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কোন বিশেষ এজেন্ডা উল্লেখ করিয়া বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ঐ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

(খ) সাধারণ পরিষদের সভায় মোট সদস্যের এক দশমাংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে এবং উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী গঠনতন্ত্রের ১৪.৪ উপঅনুচ্ছেদ তথা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ক ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। কোরামের অভাবে সভা মুলতবি হলে মুলতবি সভা কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না ।

২০.৩। তলবি সভা :

সমিতির এক পঞ্চমাংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবি সভা আহ্বানে করা যাবে। এধরনের সভা আহ্বানের জন্য কোন বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে সাধারণ পরিষদের এক পঞ্চমাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন সমিতির সভাপতি বা আহ্বায়কের নিকট জমা দিতে হবে। সভাপতি/আহ্বায়ক উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে তলবি সভা আহ্বান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভাপতি/আহ্বায়ক সভা আহ্বান করতে

ব্যর্থ হলে আবেদনকারী সদস্যগণ পরবর্তী ৭ দিনের নোটিশে তলবি সভা আহ্বান করতে পারবেন। উক্ত সভার মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ উপস্থিতি কোরাম বলে গণ্য হবে এবং সভার নোটিশে উল্লিখিত এজেন্ডার বাইরের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

২০.৪। মুলতবি সভা :

সাধারণ পরিষদের কিংবা নির্বাহী পরিষদের সভা কোরামের অভাবে পর পর দুবার স্থগিত করা হলে মুলতবি সভা আহ্বান করতে হবে। মুলতবি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী নয় এমন যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না ।

২১-ধারা। নির্বাচন পদ্ধতিঃ

২১.১। **নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে-**

নির্বাহী পরিষদ তার মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে নির্বাহী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না এরূপ চকরিয়া-পেকুয়া সমিতির তিনজন সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। উক্ত তিন জনের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকবেন।

২১.২। নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আচরণ বিধি প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কমিশনের যাবতীয় ব্যয় সমিতির তহবিল থেকে নির্বাহ করা হবে ।

২১.৩। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করন, প্রকাশ ও নির্বাচনের তফসিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ করবেন।

২১.৪। সমিতির যে সকল সদস্য নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে সমিতির সদস্য পদ লাভ করবেন তাঁরাই কেবলমাত্র ভোটার হিসাবে তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

২১.৫। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের পূর্বে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে সমিতির ওয়েবসাইট/পেইজে দেবেন এবং নির্বাচনী তফসিল ও ভোটার তালিকা সমিতির ওয়েবসাইটে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। ভোটার তালিকার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকলে তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে লিখিত আপত্তি দাখিল করতে হবে এবং আপত্তি গ্রহনের দুই দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করবেন। তবে নির্বাচন কমিশন সমিতির ওয়েবসাইটে

বিদ্যমান সদস্য তালিকা কে ভোটার তালিকা হিসেবে ঘোষনা দিলে সে ক্ষেত্রে তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়ের কোন বাধ্য-বাধিকতা থাকিবে না।

২১.৬। নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হবে। তবে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য যোগ্য প্রার্থীগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গঠিত নির্বাহী পরিষদকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত মর্মে ঘোষনা করতে পারবেন।

২১.৭। ঐক্যমতের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে চকরিয়া-পেকুয়া উভয় উপজেলার প্রতিনিধিত্ব যাতে থাকে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিবেন।

২১.৮। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

২১.৯। নির্বাহী পরিষদের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত পরিষদের কোন কর্মকর্তা কিংবা সদস্যের পদ শূণ্য হলে শূণ্য পদে নির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিক্রমে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২১.১০। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ আপনা আপনি সমিতির কার্যভার গ্রহণ ও পরিচালনা করার অধিকার পাবে এবং বিদায়ী নির্বাহী পরিষদের বিলুপ্তি ঘটবে।

২১.১১। বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা না করলে ঐ পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিদায়ী নির্বাহী পষিদের বিলুপ্তি ঘটবে এবং তদস্থলে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবেন এবং উক্ত আহ্বায়ক কমিটি সমিতির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং অতিসত্বর নতুন নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১.১২। নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশনের/উপদেষ্টা পরিষদের যে কোন সদস্য শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

ধারা-২২. উপদেষ্টা পরিষদ:

সমিতির কার্যাবলী তদারকি করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। এই পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মনোনীত হবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে চকরিয়া-পেকুয়া উপজেলার বর্তমান ও সাবেক সকল মাননীয় সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ বিচার বিভাগীয় ও সরকারের অন্যান্য বিভগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে বা অনুরূপ সম-মর্যাদা সম্পন্ন বিভিন্ন পেশাজীবী সদস্যকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ

করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। সম্মতি প্রদানকারী ব্যক্তিগণ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনিত হবেন।

ধারা-২৩। উপদেষ্টা পরিষদের গঠন :

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিম্নরূপ ১১ জন সদস্যের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে :

চেয়ারম্যান	১ জন
ভাইস চেয়ারম্যান	৪ জন
সদস্য-সচিব	১ জন
সদস্য	৫ জন
	মোট= ১১ জন

ধারা-২৪। উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ ঃ

উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ তিন বছর। উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্য দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে সে ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবেন ।

ধারা-২৫। উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলী ঃ

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও সমিতির কল্যাণের জন্য নির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করবেন। উপদেষ্টা পরিষদ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। তবে প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদের সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বানের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভায় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত থাকবেন । কিন্তু তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না ।

ধারা-২৬। সমিতির তহবিলঃ

সমিতির সদস্য/সদস্যাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান কিংবা অন্য কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সমিতির তহবিল বলে গণ্য হবে। উক্ত তহবিল নিম্নরূপে পরিচালিত হবে :

২৬.১ নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমিতিরি তহবিল তফসিলী ব্যাংক কিংবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখা হবে এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ

সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। তম্মধ্যে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে। তবে আহ্বায়ক কমিটির ক্ষেত্রে আহ্বায়ক, সদস্য সচিব এবং অন্য যে কোন ১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। উক্ত তিনজনের মধ্যে আহ্বায়ক এর স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হবে।

২৬.২ নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক অর্থ তহবিল থেকে উত্তোলন করা যাবে না এবং সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যাতিত ২০(বিশ) লক্ষ টাকার অধিক অর্থ তহবিল থেকে উত্তোলন করা যাবে না ।

২৬.৩ নির্বাহী পরিষদের মনোনীত সদস্য ছাড়া কেহ সমিতির নামে চাঁদা তুলতে বা অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না। চাঁদা অবশ্যই সমিতির রশিদমূলে/ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-২৭। হিসাবরক্ষণ:

সমিতির যাবতীয় আয়-ব্যয় অবশ্যই যথাযথভাবে হিসাব বইতে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে সমিতির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে-কোন সদস্য অবহিত হতে পারেন । এছাড়া প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর অডিট ফার্ম/অভ্যন্তরীন অডিটের মাধ্যমে হিসাব অডিট করাতে হবে এবং অডিট রিপোর্ট সংরক্ষণ করতে হবে ।

ধারা-২৮। সদস্যতালিকা রেজিষ্ট্রার:

পূর্ণ ডাক ঠিকানাসহ সমিতির জীবন সদস্য, পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য/সাধারণ/নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও জীবন সদস্যবৃন্দের তালিকা সম্পর্কিত পৃথক পৃথক রেজিষ্ট্রার সমিতির কার্যালয়ে এবং ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করতে হবে ।

ধারা-২৯। গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ

সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে হলে সাধারণ সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে। এ ধরণের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাবসমূহ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৭ দিন পূর্বে সমিতির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

ধারা-৩০। তহবিল বৃদ্ধি:

সংস্থার তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকার প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিচালনা করা যাবে এবং গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী অনুষ্ঠান শেষে আয় ও ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব বিবরণী নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ধারা-৩১। আইনগত বাধ্যবাধকতা:

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন সংস্থাটি ১৯৬১ সনের ৪৬নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ধারা-৩২। সমিতির বিলুপ্তি/অবসায়ন:

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংস্থার মোট সদস্যের তিন চতুর্থাংশ সদস্য সমিতির বিলুপ্তি/অবসায়ন চান তবে উক্ত তিন চতুর্থাংশ সদস্যদের লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যকর হইবে।